পলিসি ব্রিফ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এল আর ফান্ড: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৪৪

২৯ আগস্ট ২০১৬

'লোকালি রেইজড ফান্ড' বা এল আর ফান্ড স্থানীয় পর্যায়ের 'আকস্মিক, অনির্ধারিত ও জনকল্যাণমূলক' চাহিদা মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত ও পরিচালিত একটি তহবিল। বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সহযোগিতা, দুস্থ ও গরিব জনগণ এবং অস্বচ্ছল ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা, জেলার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহযোগিতা, স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করার কথা। এসব কার্যক্রমের জন্য সরকারি বরাদ্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই না থাকায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়।

এই তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এলআর ফান্ড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় নিরূপণের উদ্দেশ্যে টিআইবি ২০১৪ এর নভেম্বর থেকে ২০১৬ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে যার ভিত্তিতে এই পলিসি ব্রিফ তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণার পর্যবেক্ষণ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আওতাধীন এ তহবিলের কোনো আইনি ভিত্তি না থাকায় এর আয়-ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা প্রায় অনানুষ্ঠানিক। স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান ও চাঁদা সংগ্রহ এবং কোনো কোনো সেবা (যেমন বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ও পারমিট অনুমোদন এবং নবায়ন, ভূমি সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম এবং প্রদর্শনী/মেলা, যাত্রা, সার্কাস, আনন্দমেলা ও লটারি অনুমোদন ইত্যাদি) প্রদানের জন্য নির্ধারিত ফি-এর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে এ ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয়ভীতি দেখানো, উপহাস ও অপমান করার মাধ্যমে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের দ্বারা এক ধরনের প্রশাসনিক 'চাঁদাবাজি' হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকে।

জেলা প্রশাসকের প্রত্যাশিত কার্যাবলীর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দ নেই, যেমন প্রটোকল ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আপ্যায়ন। এসব ক্ষেত্র ছাড়াও কোনো কোনো আপৎকালীন খরচ ও জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দের অপর্যাপ্ততার কারণে বাধ্য হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে এল আর ফান্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। একইভাবে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির জেলা পর্যায়ে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনির্ধারিত খরচ বহন করতে জেলা প্রশাসককে এ তহবিলের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আইনি ভিত্তি বা সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক দিক-নির্দেশনা না থাকায় এল আর ফান্ডের তহবিল সংগ্রহ, ব্যয় ও হিসাব ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সদিচ্ছা, মানসিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর নির্ভরশীল। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিবাচক চর্চার দৃষ্টান্ত থাকলেও এ তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় এই তহবিলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১%) ভিআইপিদের প্রটোকল, তাদের ব্যক্তিগত ব্যয় ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জন্য ব্যয় হয় এবং ৩২% খরচ হয় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনে। অন্যদিকে যেসব কারণ দেখিয়ে এ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে সেসব খাতে তহবিলের মাত্র ১৩.৭% খরচ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ এবং ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যয় করার অভিযোগ রয়েছে। এল আর ফান্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও তথ্যে অভিগম্যতা খুবই সীমিত। এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রকার জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা নেই।

সুপারিশ

১. জেলা প্রশাসক কার্যালয়সহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইন-বহির্ভূত এ ধরনের তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা বন্ধ করতে হবে।

২. বিকল্প হিসেবে যেসব ক্ষেত্রে এল আর ফান্ডের অর্থ ব্যয় হয় (যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, সার্কিট হাউস/রেস্ট হাউস/বাংলো ব্যবস্থাপনা, আপৎকালীন ব্যয় ও জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম, কার্যালয়ে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন, প্রটোকল, প্রভৃতি) সেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রাক্কলনের ওপর ভিত্তি করে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. যতদিন পর্যন্ত এল আর ফান্ড বন্ধ করা না হয় ততদিন পর্যন্ত এর আয়-ব্যয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং এ ফান্ড সরকারি নিরীক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনো প্রকার অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রমাণ সাপেক্ষে দোষীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

৪. এই ফান্ডের আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জেলা তথ্য বাতায়নসহ বিভিন্নভাবে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৫. সরকারি ভ্রমণে মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউস, ও বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার সংক্রান্ত ন্যায্য ও বৈধ বিল সরকারি তহবিল থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh